দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB 24 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১ ...

বইমেলা ২০০০

বইমেলা বইমেলা বই
বইমেলা বইমেলা বই
বইমেলা বইমেলা বইমে

বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের আকাল ও স্টলের সাজসজ্জা

সালাম জুবায়ের ঃ সাধারণ মানুষ শুধু নয় সব বয়সের সব পেশার মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বই একটি বড় মাধ্যম; কিন্তু এবার মেলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের বড় আকাল। একাধিক প্রকাশক বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক বই গত কয়েক মেলায়ই কম প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ কি? প্রকাশকরা জানান, বিজ্ঞানের বই লোকজন কেনেন কম। কাজেই এসব বইয়ের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ কম। তবে জনপ্রিয় লেখকদের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পাঠক আছে অসংখ্য। জনপ্রিয় দুই লেখক— হুমায়ূন আহমেদ ও হুমায়ুন আজাদ এবার একটি করে সাইন্স ফিকশন লিখেছেন। 'ওমেগা পয়েন্ট' নামে হুমায়ূন আহমেদের বইটি সময় প্রকাশন এবং 'মহাবিশ্ব' নামে হুমায়ুন আজাদের বইটি প্রকাশ করেছে আগামী প্রকাশনী। বিজ্ঞানভিত্তিক বই যে এবার বের হয়নি তা নয়— গুনে প্রায় ১৫টির মতো নতুন বই বইমেলায় দেখা গেছে। মেলায় শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক বই নিয়ে জিজ্ঞাসা নামে একটি স্টলও আছে। তবে সেখানে দর্শক-ক্রেতা কম।

লেখক-কলামিস্ট মুনতাসীর মামুনের এবার অন্যরকম আনন্দ তিনি নিজেই এ খবর দিয়ে বললেন, আমাদের পিতা-পুত্রের বই বের হচ্ছে এবার মেলায়। তার পুত্র মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীরের লেখা '২০ শতকের সেরা গ্রন্থ' নামে একটি বই এ মেলায় প্রকাশ করছে সময় প্রকাশন।

বইমেলায় স্টলসজ্জা একটি আলোচিত বিষয় থাকে। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখেন কোন্ স্টলের সাজসজ্জা কেমন হলো। স্টল মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিবছর ৩টি স্টলকে পুরস্কারও দেয়। কিন্তু এবার স্টলসজ্জা দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি। অনেক স্টলের সাজসজ্জা দায়সারা গোছের; অবশ্য কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর মনোযোগ দিয়ে স্টলসজ্জা করে। খ্যাতিমান অংকন-শিল্পীকে দিয়ে তারা স্টলের ডিজাইন করান। এদের মধ্যে রয়েছে মওলা ব্রাদার্স, আগামী প্রকাশনী, সন্ধানী প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পার্ল পাবলিকেশন, সময় প্রকাশন, অন্য প্রকাশ ইত্যাদি।

এসবের বাইরে অনেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী স্টলসজ্জা করেন যা অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ে। এমন একটি স্টল এবার সাজিয়েছে ঢাকা প্রকাশন। মেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ঢাকা প্রকাশনীর স্টল সাজানো হয়েছে শুধু বাঁশ দিয়ে। এই স্টলে নানারকম বই বিক্রি হলেও রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি।

এবার মেলায় গতকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করেছে মওলা ব্রাদার্স ৫৫টি। মওলা ৬৫টি বই প্রকাশ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মওলা প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরীফের সরল বঙ্গানুবাদ', রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ সংকলন 'গণতন্ত্রে উত্তরণ ঃ গণতন্ত্র বিনির্মাণ', মুহাম্মদ ইউনুসের 'বাংলাদেশ ২০১০', সালাউদ্দিন আহমদের 'বাংলাদেশ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত', জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাঃ সংকট ও সম্ভাবনা', সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইনের 'বিদ্যা, বিদ্যার্থী, বিদ্যালয়', আবুল মাল আবদুল মুহিতের 'নানা দেশ, নানা জাতি'।

অনুপম প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য বই ঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি', সুকুমার বিশ্বাসের 'একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর', ফজলুল করিমের 'বায়ান্নর কারাগার', শামসুল হুদা চৌধুরীর 'বরেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ', মহাদেব সাহার 'নির্বাচিত কলাম', রবি শংকর মৈত্র'র 'আধুনিক বাংলা বানান অর্থ, উচ্চারণ অভিধান', রশিদ হায়দারের 'খুঁজে ফিরি', মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'মেকু কাহিনী', শাহজাহান কিবরিয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস', ও 'শত্রুর সঙ্গে কিছুক্ষণ'।

নতুন বইয়ের তালিকায় আছে ঃ পূরবী বসুর গল্পগ্রন্থ 'একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত', ড. জাহেদা আহমদের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সময়ের দর্পণে বাংলাদেশ' (পরমা), বীথি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই 'আগুন রঙা আলপনা' (সন্ধানী), কমলেশ রায় সম্পাদিত 'মিনি গল্প' (এম.এস প্রকাশনী)।